46

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

সুপারিশ সত্ত্বেও কোন শিক্ষা বোর্ডেই কম্পিউটারের ব্যবস্থা হয় নাই

রাজশাহী অফিস ।। দেশের প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপনের উচ্চমহলের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের কোনটিতেই তাহা স্থাপন করা হয় নাই। শিক্ষা বোর্ডগুলি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করিতেছে ঢাকায় স্থাপিত কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রে। কিন্তু চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কেন্দ্রটিতে প্রায়ই ভুলভ্রান্তি হইতেছে। ফলে বর্তমানে প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপনের দাবী জোরদার হইয়া উঠিতেছে। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের ভুলভ্রান্তির অভিযোগে চলতি বৎসর (১৯৯৭) অনুষ্ঠিত রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এস, এস,সি ও এইচ, এস-সি পরীক্ষায় তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। এস, এস, সি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর ১৪৫ জন পরীক্ষার্থীর ফলে ক্রটি ধরা পড়ে। ইহার মধ্যে একজন ছিল মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত। একই পরীক্ষায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে সঠিকভাবে সময়মত কম্পিউটার কেন্দ্র এডমিট কার্ড পাইতে পারে নাই। ফলে কয়েক শত পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মৌখিকভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রের অপারগতার কারণে এইচএসসি পরীক্ষার স্থগিত ফলও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। এখনও বিভিন্ন কলেজ হইতে স্থগিত পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য তাগিদ পাওয়া যাইতেছে। একটি বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ, ১৯৯৮ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড হইতে যাহারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে কম্পিউটার কেন্দ্র হইতে

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সুপারিশ

(৩য় পৃঃ পর)

প্রেরিত তাহাদের পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে কিছু ক্রটি ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গিয়াছে। এগুলি সংশোধন করা না হইলে পরীক্ষার ফলাফলে বড় রকমের ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া যাওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বোর্ড ভবনের চারতলায় একটি উইং নির্মাণের কাজ সমাপ্ত করিলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতার ফলে এখন পর্যন্ত কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয় নাই। কয়েকটি কক্ষবিশিষ্ট এই উইংটি বর্তমানে শূন্য রহিয়াছে।

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে কম্পিউটার কেন্দ্র চালু প্রসঙ্গে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মনসুর রহমানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি ইহার সপক্ষে মত ব্যক্ত করিয়া বলেন, নিজস্ব কম্পিউটার না থাকায় অবস্থা কি হয় তাহা আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি। পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে কম্পিউটার কেন্দ্রের সহিত টেলিফোনে যোগাযোগ করিতে বোর্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে। অনেক সময় উক্ত কেন্দ্রে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতিরও প্রয়োজন হয়। তিনি জানান, নিজস্ব কম্পিউটার থাকিলে পরীক্ষার ফলাফলের ভুলভ্রান্তিও দ্রুত সংশোধন করা যাইবে।

প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র চালু হইলে দুর্নীতির বিস্তার হইবে কিনা এ সম্পর্কে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জানান, এই ভয়ে কোন আধুনিক প্রযুক্তিকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। প্রশাসন কঠোর হইলে দুর্নীতি বন্ধ করা কঠিন বিষয় নয়।